Revised Edition, Nov 2019

সত্যের আধুনিক প্রকাশ

◆

মা ক তা বা তু ল ফু র কা ন

www.maktabatulfurqan.com

مكتبة الفرقان

প্রফেসর হুযূরের বয়ান সংকলন–৩

ইসলামে আধুনিকতা

হযরত প্রফেসর মুহাম্মাদ হামীদুর রহমান দা.বা.
খলীফা, মাওলানা মোহাম্মদ উল্লাহ হাফেজ্জী হুযুর রহ. ও
মুহিউস সুন্নাহ মাওলানা শাহ আবরারুল হক রহ.

সংকলন | **মুহাম্মাদ আদম আলী**

MAKTABATUL FURQAN
PUBLICATIONS
ঢাকা, বাংলাদেশ

বয়ান সংকলন ইসলামে আধুনিকতা
মাকতাবাতুল ফুরকান কর্তৃক প্রকাশিত
১১/১ ইসলামী টাওয়ার (প্রথম তলা)
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
www.maktabatulfurqan.com
adamalibd@yahoo.com
+৮৮০১৭৩৩২১১৪৯৯

গ্রন্থস্বত্ব © ২০১৪ - ২০১৯ মাকতাবাতুল ফুরকান

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে বইটির কোনো অংশ স্ক্যান করে ইন্টারনেটে আপলোড করা কিংবা ফটোকপি বা অন্য কোনো উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ এবং দণ্ডনীয় অপরাধ।

দ্যা ব্ল্যাক, ঢাকা, বাংলাদেশ এ মুদ্রিত; +৮৮০১৭৩০৭০৬৭৩৫
দ্বিতীয় প্রকাশ ও প্রথম সংস্করণ : রবিউল আউয়াল ১৪৪১ / নভেম্বর ২০১৯
প্রথম প্রকাশ : মুহাররম ১৪৩৬ / নভেম্বর ২০১৪
প্রচ্ছদ : কাজী যুবাইর মাহমুদ
প্রুফ সংশোধন : জাবির মুহাম্মাদ হাবীব

ISBN : 978-984-91175-3-7

মূল্য : ৳ ৩০০.০০ (তিন শত টাকা মাত্র)

Price : USD 14.99

অনলাইন পরিবেশক
www.islamibooks.com

প্রকাশকের কথা

হযরত প্রফেসর মুহাম্মাদ হামীদুর রহমান দামাত বারাকাতুহুম বাংলাদেশের অন্যতম দ্বীনী ও ইলমী ব্যক্তিত্ব। তার দুনিয়া বিমুখতা, ইসলামের প্রচার ও প্রসারে ঐকান্তিক পরিশ্রম, উলামায়ে কেরামের প্রতি সম্মানবোধ ও ভালোবাসা, শরীয়ত ও সুন্নাতের ওপর সার্বক্ষণিক আমল করার আপ্রাণ চেষ্টা—ইংরেজি শিক্ষিত দ্বীনদারের জন্য এক উত্তম আদর্শ।[১] তিনি ইসলামিয়া হাই স্কুল থেকে মেট্রিক (১৯৫৫), ঢাকা কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট (১৯৫৭) এবং বুয়েট থেকে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং (১৯৬১) পাশ করেন। পরে সিদ্ধিরগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন ও ইংলিশ ইলেট্রিক কোম্পানিতে চাকুরী এবং বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ও ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজিতে দীর্ঘসময় শিক্ষকতা করেন।

শিক্ষকতার পাশাপাশি তিনি অনেক আল্লাহওয়ালার সোহবতে থাকার সৌভাগ্য লাভ করেন। এক পর্যায়ে ১৯৭৪ সালে তিনি হযরত হাফেজ্জী হুযুর রহ.-এর নিকট বাইআত হন। তারপর থেকেই তার জীবন, ইলম-আমল ও আখলাকে আমূল পরিবর্তন সূচিত হয়। হাফেজ্জী হুযুর রহ.-এর খাদেম হিসেবে পবিত্র হজের সফর ছাড়াও বিভিন্ন দেশে সফর করার সৌভাগ্য অর্জন করেন। হযরত হাফেজ্জী হুযুর রহ.-এর ইন্তেকালের পর হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ.-এর সর্বশেষ খলীফা হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক সাহেব রহ.-এর সাথে সম্পর্কিত হন। ইসলামী জ্ঞানে এত পারদর্শী এবং প্রজ্ঞাবান হয়েও নিজের সম্পর্কে তিনি বলেন, 'আমি নিজে আলেম নই। উলামায়ে কেরামের জুতা বহন করতে পারাটাও আমি নিজের জন্য সৌভাগ্যের ব্যাপার মনে করি।'

[১] প্রফেসর হযরতের বিস্তারিত জীবনীর জন্য পড়ুন *একজন আলোকিত মানুষ*, মাকতাবাতুল ফুরকান, ঢাকা (২০১৬)।

মাকাতাবাতুল ফুরকান থেকে প্রফেসর হযরতের অনবদ্য বয়ানসমূহ পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি তৃতীয় খণ্ড; *ইসলামে আধুনিকতা*। প্রফেসর হযরত বিভিন্ন মজলিসে যেসব বয়ান করেন, সেগুলো সহজেই আধুনিক মানুষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়। কুরআন-হাদীসের নির্যাস থেকে এমন সহজ ও সাবলীল কথা-বার্তা খুব কমই শোনা যায়। 'আধুনিক মানুষ' বলতে সমাজের এমন এক শ্রেণিকে বোঝানো হয়েছে—যারা জীবন-যাত্রার মানকে আধুনিকায়ন করার পাশাপাশি ইসলামকেও নতুন করে সাজাতে চান। অথচ ইসলাম কোনো পরিবর্তনশীল ধর্ম নয়, বরং এটি শ্বাশত ও চিরন্তন। এটি সবসময়ই আধুনিক; যদিও বর্তমান পৃথিবীর বাসিন্দারা দুনিয়ার লোভ-লালসায় অন্য কিছুকে আধুনিকতার মানদণ্ড হিসেবে দাঁড় করিয়েছে। নতুন নতুন আবিষ্কার ও যন্ত্রপাতি মানুষের জীবন-যাত্রা সহজ করে তুললেও তার আভ্যন্তরীণ চরিত্রের কোনো উন্নতি করেনি, বরং অবনতির চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে গেছে। বাইরের চাকচিক্য আর অন্তরের এই বৈপরিত্ব মানুষকে অনেক কিছু দিলেও শান্তি দিতে পারেনি। মূলত ইসলামী অনুশাসন না মেনে চললে অন্তর যেমন পরিশুদ্ধ হয় না, তেমনই শান্তিও মেলে না। ইসলাম চিরকালই আধুনিক—এটি উপলব্ধি করতে পারাই মূল সার্থকতা। এখানে সংকলিত বয়ানসমূহ সকল শ্রেণির পাঠকের অন্তরকে এই নতুন উপলব্ধির দিকে উজ্জীবিত করতে যথেষ্ট সহায়ক হবে ইনশাআল্লাহ।

আমরা কিতাবটি ত্রুটিমুক্ত ও সর্বাঙ্গীণ সুন্দর করার সার্বিক চেষ্টা করেছি। সুহৃদয় পাঠকের দৃষ্টিতে কোনো অসঙ্গতি ধরা পড়লে আমাদের অবগত করা হলে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধনের চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। মহান আল্লাহ তাআলা এই বইটির পাঠক, সংকলক, প্রকাশক ও সংশ্লিষ্ট সবাইকে তার পথে অগ্রসর হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন।

মুহাম্মাদ আদম আলী
সংকলক ও প্রকাশক, মাকতাবাতুল ফুরকান
১১/১ ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা

রবিউল আউয়াল ১৪৪১ / নভেম্বর ২০১৯

সূচিপত্র

আল্লাহর মহত্ত্বের অনুভূতি ৯
অফিসার্স কোয়ার্টার, বিএনএস তিতুমীর, খুলনা
১০ সেপ্টেম্বর ২০০৪

আধুনিক জীবন ও আমাদের দ্বীনী অনুভূতি ৪৫
মারকাযুদ্দাওয়া আল-ইসলামিয়া মসজিদ
১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৪

দুনিয়ার জীবনে আখিরাতের জন্য প্রেরণ ৭১
অফিসার্স কোয়ার্টার, ঈসা খাঁন এভিনিউ, চট্টগ্রাম
১৬ জুন ২০০৬

হজ—ইসলামকে অনুভবের আমল ৮৯
মিসফালাহ, মক্কা, সৌদি আরব
২০ জানুয়ারী ২০০৬

মাদরাসার ছাত্রদের অভিভাবকদের দায়িত্ব ১১১
মুহাম্মাদিয়া মাখযানুল উলুম মাদরাসা, উত্তরা, ঢাকা
১৭ জুন ২০০৫

মাসনুনন দুআ—অলৌকিক ভাবের উদ্ভাস ১২১
সাপ্তাহিক ইসলাহী মাহফিল, আজিমপুর, ঢাকা
৯ ফেব্রুয়ারী ২০০৮

আল্লাহর নেয়ামত-প্রচার ১৩৭
গুলশান আবাসিক এলাকা, ঢাকা
১৮ এপ্রিল ২০০৮

এটা আমার পথ—আমি আল্লাহর দিকে ডাকি ১৪৯
সাপ্তাহিক ইসলাহী মাহফিল, উত্তরা, ঢাকা
৬ আগস্ট ২০১৮

“ চৌদ্দশ বছর আগের কুরআন মাজীদের অনেক শব্দের অপূর্ব ব্যাখ্যা এখন করা যায়। তখন এভাবে করা যেত না। আধুনিক বিজ্ঞান এবং টেকনোলজি যে সব ইনফরমেশন (Information, তথ্য) সরবরাহ করেছে, তাতে আরও বেশি গভীরভাবে চিন্তা করার সুযোগ করে দিয়েছে। যথেষ্ট তথ্য-উপাত্ত ছাড়া তুমি চিন্তা করবে কীভাবে? । ▸ পৃ. ১৭

আল্লাহর মহত্ত্বের অনুভূতি

হযরত প্রফেসর মুহাম্মাদ হামীদুর রহমান সাহেব দামাত বারাকাতুহুম ১০ সেপ্টেম্বর ২০০৪ তারিখে বাদ মাগরিব জনাব তারেক সাহেবের বাসায় (অফিসার্স কোয়ার্টার, বিএনএস তিতুমীর, খুলনা) প্রায় এক ঘণ্টা এই বয়ান করেন। মহান আল্লাহ তাআলা আমাদের সৃষ্টি করেছেন। মৃত্যুর পর তার কাছে আবার আমাদের ফিরে যেতে হবে। দুনিয়ার এই জীবনের হিসেব দিতে হবে। আমরা দুনিয়ার অনিঃশেষ ব্যস্ততা ও মুগ্ধতায় আল্লাহকে ভুলে আছি, আখেরাতও ভুলে আছি। অথচ দুনিয়ার পালাবর্তনে ইসলামের মূল বিশ্বাস্য বিষয় ও করণীয়ের ব্যাপারে কোনো পরিবর্তনের অবকাশ নেই। আখেরাতে সফল হতে হলে রাসূল সা. ও তার সাহাবায়ে কেরামের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেই এগিয়ে যেতে হবে। বর্তমান পরিবেশ-পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে আল্লাহ তাআলার প্রতি আমাদের বিশ্বাস ও অনুভূতি কেমন হওয়া উচিত, এ সম্পর্কেই এখানে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

আল্লাহর মহত্ত্বের অনুভূতি

نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهٗ وَأَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهٗ لاَ شَرِيْكَ لَهٗ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُه۞ اَمَّابَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ۞ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ وَّ ذَكِّرْ فَاِنَّ الذِّكْرٰى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ ۞ صَدَقَ اللّٰهَ الْعَظِيْمُ ۞ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ ۞

আলহামদু লিল্লাহ। কিছুদিন আগে আমরা এই ঘরে ঘণ্টাখানেকের জন্য বসেছিলাম। আল্লাহর দ্বীনের কিছু কথাবার্তাও আলোচনা হয়েছিল। আবার আল্লাহ তাআলা এই সৌভাগ্য দিয়েছেন। আমি তার শোকর আদায় করছি। আলহামদু লিল্লাহ। এখন আমাদের এই মজলিস আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হলো। আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হলো মানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র অভ্যাস ছিল, তিনি আগে খুতবা পড়তেন। তারপর কথা শুরু করতেন। তার এই অভ্যাস চৌদ্দশ বছর পরেও উলামায়ে কেরামের উসিলায়, তাদের প্রচেষ্টায়, তাদের আত্মত্যাগের কারণে আমাদের মধ্যে আছে। আমি যেভাবে বললাম, এভাবে তিনিও বলতেন—

نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ

আমরা তাঁরই প্রশংসা করি। তাঁরই কাছে সাহায্য ভিক্ষা করি। তাঁরই কাছে ক্ষমা-ভিক্ষা চাই। তাঁরই ওপর পরিপূর্ণভাবে বিশ্বাস করি। তাঁরই ওপর আমরা আস্থা রাখি, ভরসা রাখি।

এই কথাগুলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কথাবার্তার শুরুতে বলতেন। পুরো অন্তরকে আল্লাহর দিকে রুজু করা এজন্য যে, আমাদের উদ্দেশ্য আল্লাহকে খুশি করা। আল্লাহ আমাদের এই অস্তিত্ব দিয়েছেন। আর ইসলামের সবচেয়ে বড় কথা যে, আমাদেরকে আবার তাঁর কাছে ফিরে যেতে হবে। এই লক্ষ্যে আমি একটি আয়াত পড়েছি। কুরআন শরীফের বিখ্যাত আয়াত। আল্লাহ তাআলা বলছেন—

وَ اتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ اِلَى اللّٰهِ ۗ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَ هُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ۧ

তোমরা ভয় করো সেদিনকে, যেদিন তোমাদের ফিরিয়ে নেওয়া হবে আল্লাহ তাআলার কাছে। অতঃপর প্রতিটি প্রাণকে বদলা দেওয়া হবে; যা সে অর্জন করেছিল। তারা অত্যাচারিত হবে না। (সূরা আল-বাকারা, ২:২৮১)

এখানে এসেছে, ভয় করো ওই দিনকে। অন্যখানে এসেছে—

وَاتَّقُوا اللّٰهَ

আল্লাহকে ভয় করো।

আসলে মূল কথা একটাই। যেদিন আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে, সেদিনকে ভয় করো। কুরআন মাজীদের অপূর্ব সৌন্দর্যের একটি এটা যে, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা কুরআন বার বার বলেছে। বিভিন্ন ভাষায়, বিভিন্ন ভঙ্গিতে। যেমন এই একটি বিষয়, আল্লাহকে ভয় করো। আল্লাহকে ভয় করার অনেক সময় একটা সহজ-সরল তরজমা করা হয়, সতর্ক হও। তোমার দায়িত্ব সম্পর্কে সতর্ক হও। যদি বলা হয় যে, এখানে নেভীর একজন কমডোর সাহেব আসবেন। এখন এখানে নেভীর যারা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার আছেন বা এর ওপরের পদের আছেন, তারা সবাই সতর্ক হবেন। এজন্য বলা হবে যে, প্রস্তুতি নাও। তার সাথে সাক্ষাতের জন্য প্রস্তুতি নাও। কত প্রস্তুতি! যদি আরও ওপরের মর্যাদার কেউ হয়, তবে আরও বেশি প্রস্তুতি নেওয়া হবে। আল্লাহ তাআলা কত বড় ওপরওয়ালা? তার সাথে মিটিং হবে, তার সাথে দেখা হবে। এই যে

কথাটা, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, তার সাথে সাক্ষাৎ হবে—এর জন্য কতটুকু প্রস্তুতি নিয়েছি আমরা! কতটুকু সতর্ক আমরা!

চৌদ্দশ বছর আগে কুরআন নাযিল হয়েছে। এর মধ্যে টেকনোলজির কত উন্নতি হয়েছে! কিন্তু মায়ের পেটে আমাদের যে সৃষ্টি, সেটা কি হুবহু একই রকম নেই? আপনি বলবেন, টেকনোলজি এখন অনেক উন্নত হয়েছে। এখন অপারেশন করে, আগে অপারেশন করত না। এখন শিশু গর্ভে থাকা অবস্থায় মেয়েদের মৃত্যুহার কমে গিয়েছে। প্রসবের পূর্বে এবং পরে মেয়েদের কষ্ট কমে গিয়েছে। ঠিক আছে; কিন্তু মায়ের পেটে আমাদের তৈরির পদ্ধতি হুবহু একই রকম আছে, না পরিবর্তন হয়েছে? আর কুরআনে সবচেয়ে বেশি বক্তব্য যেসব বিষয়ে তার মধ্যে একটি হচ্ছে, আমাদের সৃষ্টি সম্পর্কে। একদিকে তোমার সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করো, আর অন্যদিকে, একদিন তার সাথে দেখা হবে, সেটা নিয়ে চিন্তা করো। তৈরি হও। যদি নেভীর কমডোর সাহেবের সামনে যেতে বলা হয়, আমি জানি না—তখন একজন লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সাহেবের অবস্থা কেমন হবে! আর যদি বলা হয়—রিয়ার এ্যাডমিরাল সাহেবের সামনে যেতে হবে, তাহলে আরও বেশি সতর্ক হবে। যত ওপরের মানুষ, তার সঙ্গে দেখা করতে গেলে প্রস্তুতি তত বেশি। اِتَّقُوا اللّٰهَ শব্দের এক অর্থ আল্লাহকে ভয় করো। আর এক অর্থ তৈরি হও। আল্লাহর সামনে একদিন দাঁড়াতে হবে, তার জন্য তেমনভাবে তৈরি হও। আয়াতের শুরু হলো, وَاتَّقُوْا يَوْمًا—ভয় করো সেদিনকে। ভয় করো সেদিনকে আর সেদিনের জন্য তৈরি হও—একই অর্থ। সেদিন কোন দিন? যেদিন তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেওয়া হবে আল্লাহ তাআলার কাছে। প্রতিটি প্রাণের বদলা দেওয়া হবে, যা সে অর্জন করেছিল। তাদের ওপর কোনোই অত্যাচার করা হবে না। আমার অতি শ্রদ্ধেয় মুরব্বী হযরত হাফেজ্জী হুযুর রহমাতুল্লাহি আলাইহি বহু মজলিসে এই আয়াতটি বলে মজলিস শুরু করতেন। আমিও তাই শুরু করেছি।

তিনি আমাকে একবার এমন সময়ে এমন কথা বললেন, যে কথা আমাদের কাছে বলা অস্বাভাবিক মনে হবে। সকাল দশটা-এগারটা হবে। কামরাঙ্গির চর মাদরাসায় তার বসার কামরায় আমরা কেবল দুজন। বসে

আছি। বিভিন্ন কথা বলাবলি হচ্ছে। হঠাৎ তিনি উঠে দাঁড়ালেন। আর আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, 'ভালো করে তৈয়ারী করেন। সামনে অনেক কঠিন কঠিন স্টেশন আসছে।' ব্যস। ভালো করে তৈয়ারী করেন! আল্লাহ যে বলেছেন, 'ভয় করো সেদিনকে, যেদিন তোমাদের ফিরিয়ে নেওয়া হবে আল্লাহ তাআলার কাছে'—এটা ওই কথার দিকেই ইশারা। এই কথাটি কুরআন শরীফের আর এক জায়গায় এসেছে এভাবে—

وَ اَمَّا مَنۡ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَ نَهَى النَّفۡسَ عَنِ الۡهَوٰى ﴿۴۰﴾ فَاِنَّ الۡجَنَّةَ هِىَ الۡمَاۡوٰى ﴿۴۱﴾

যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সামনে দণ্ডায়মান হওয়াকে ভয় করেছে এবং খেয়াল-খুশী-মতো চলা থেকে নিজেকে নিবৃত্ত রেখেছে তার ঠিকানা হবে জান্নাত। (সূরা নাযিয়াত, ৭৯:৪০-৪১)

এটি আমপারার দুই নম্বর সূরা, সূরা নাযিয়াত। এখানে আছে مَنۡ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সাথে দেখা হবে—এ সম্পর্কে ভীত হলো। দুনিয়ার কর্মকাণ্ডে এ ধরনের ভয় আমাদের সবারই হয়।

নেভীর রিয়ার এডমিরালের সঙ্গে দেখা করতে যাব, কত ভয়, কত শংকা! গিন্নি বলে, 'খাও না?' বলে, 'কী খাব? খেতে ভালো লাগছে না!' প্রস্তুতির জন্য মনটা উদাস থাকে। এত বড় সাহেব ডেকে পাঠিয়েছেন, তার সামনে হাজির হব! কীসের খাওয়া? খেতে ইচ্ছেই করে না। এখানে خَافَ মানে ভয়ে অস্থির হয়ে মাটির তলে লুকিয়ে পড়া না। চিৎকার করে কাঁদা না। خَافَ মানে স্বাভাবিক দায়িত্ববোধ যেটা বোঝা যায়। শিশুদের মধ্যে এটা হয় না। কারণ, শিশুকে যদি বলা হয় যে, রিয়ার এডমিরাল আসবেন, খবরদার! তার সামনে চিল্লাচিল্লি করো না। দৌড়াদৌড়ি করো না। সে কি বোঝে? সে তো দৌড়াদৌড়ি ঠিকই করবে। দৌড়ে গিয়ে রিয়ার এ্যাডমিরালের কোলে বসে যাবে। রিয়ার এ্যাডমিরালের পদ সম্পর্কে, তার ক্ষমতা সম্পর্কে যে যত বেশি অবহিত, তার মনে ওই অনুভূতি তত বেশি।

এজন্য যে ব্যক্তি ভয় করল তার আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাতের এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজের নফসকে الۡهَوٰى থেকে বিরত রাখল, তার জন্য জান্নাতের খোশখবরী দেওয়া হয়েছে। মন যা চায়, তা করা যাবে না। তিনি যা চান তা করতে হবে। এখানে وَنَهَى النَّفۡسَ সে নিষেধ করল তার প্রাণকে عَنِ الۡهَوٰى মানে নিজের খুশিমতো চলা থেকে। নিজের খুশিমতো চলা আল্লাহর বিধান নয়। তিনি আমাদের তৈরি করেছেন, স্বাধীনতা দিয়েছেন, চাইলে তুমি তোমার খুশিমতো চলতে পার; কিন্তু না। তোমাকে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মতো চলতে বলা হয়েছে। কুরআনের আসল কথা এটি, আল্লাহ তাআলা তার হাবীবকে বলতে বলেছেন—

قُلۡ اِنۡ كُنۡتُمۡ تُحِبُّوۡنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوۡنِىۡ يُحۡبِبۡكُمُ اللّٰهُ وَ يَغۡفِرۡ لَكُمۡ ذُنُوۡبَكُمۡ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوۡرٌ رَّحِيۡمٌ ﴿۳۱﴾

আপনি বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাস, তাহলে আমার অনুসরণ করো। আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন। (সূরা আলে-ইমরান, ৩:৩১)

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহ তাআলা হুকুম দিচ্ছেন, আপনি বলুন, আপনি ঘোষণা করে দিন। কী ঘোষণা করবেন? শব্দগুচ্ছ তৈরি করে কুরআনের আয়াত বানিয়ে দিয়েছেন। এভাবে বলুন, 'তুমি যদি আল্লাহকে ভালোবাস তাহলে আমার অনুসরণ করো। আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন।' কুরআনের প্রধান ঘোষণা এটি।

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ—আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই। হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসূল। রাসূলের কাজ কী? আল্লাহর কথা পৌঁছে দেওয়া। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি আমাদের না বলতেন, তাহলে আমাদের ধারণা হতো তাই, যা সচরাচর আমাদের চোখে, কানে এবং বুদ্ধিতে বুঝে আসে। একজন মানুষ মরে গেল। তাকে মাটিতে দাফন করা হলো। সে মাটিতে মিশে গেল। শেষ। আবার পুনরুজ্জীবিত করা হবে,

এটা সাধারণ বুদ্ধিতে আসে না। দেখা যায় না। চৌদ্দশ বছর আগে কুরআন নাযিল হয়েছে। এজন্য কুরআন শরীফে আল্লাহ তাআলা তখনকার বুদ্ধিজীবীরা যেভাবে রাসূলের বিরুদ্ধে কথা বলত, সে কথাটাকে কুরআন মাজীদের আয়াত বানিয়ে রেখেছেন।

ءَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ۚ ذٰلِكَ رَجْعٌۢ بَعِيْدٌ ۝

তবে কি আমরা যখন মরে গেলাম, মাটিতে মিশে গেলাম। এটি একটি দূরবর্তী প্রত্যাবর্তন। (সূরা কফ, ৫০:৩)

অদ্ভুত আয়াত! বাংলা তরজমা : তবে কি আমরা যখন মরে গেলাম, মাটিতে মিশে গেলাম—শেষ এখানে। তারপর এসেছে, ذٰلِكَ رَجْعٌۢ بَعِيْدٌ—এটি একটি দূরবর্তী প্রত্যাবর্তন! আরবী বাগধারায় এর মানে হলো, এটি কখনো হবে না; সুদূর পরাহত। আয়াতের মাঝখানে 'আবার পুনরুজ্জীবিত হতে হবে' এ কথাটি নেই। আরেক আয়াত—

اِنْ هِىَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوْتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوْثِيْنَ ۝

এই জীবনই জীবন। আমরা এখানে বাঁচি, এখানে মরি। কখনো আমরা পুনরুজ্জীবিত হবো না। (সূরা আল-মুমিনুন, ২৩:৩৭)

আর এক আয়াতে হলো—

وَقَالُوْا مَا هِىَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوْتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَآ اِلَّا الدَّهْرُ ۚ

এই জীবনই জীবন। আমরা এখানে বাঁচি, এখানে মরি। সময় ছাড়া আর কিছুই আমাদের ধ্বংস করে না। (সূরা জাসিয়া, ৪৫:২৪)

অপূর্ব শব্দ কুরআনের! চৌদ্দশ বছর আগে কুরআনের শব্দ। আপনি দেখেন : 'এই জীবনই জীবন। আমরা এখানে মরি ও বাঁচি। সময় ছাড়া আর কিছু আমাদের ধ্বংস করে না।' সময়ের সঙ্গে বার্ধক্য আসে। সময়ের সঙ্গে বার্ধক্যের পরে জরা দশা আসে। সময়ের সঙ্গে আমাদের চলে যেতে হয়। এটি আমাদের বুঝে আসে। কাজেই আমাদের সাধারণ বুদ্ধিমত্তা এটাই বলায়, সময় ছাড়া আর কিছু আমাদের ধ্বংস করে না। কুরআনের

আয়াত। একটা হলো, وَمَا يُهْلِكُنَآ اِلَّا الدَّهْرُ 'সময় ছাড়া আর কিছুই আমাদের ধ্বংস করে না।' আর একটা হলো, وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوْثِيْنَ 'কখনো আমাদের পুনরুজ্জীবিত করা হবে না।' সূরা কফের আয়াতটিও একইরকম—

ءَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ۚ ذٰلِكَ رَجْعٌۢ بَعِيْدٌ ۝

তবে কি আমরা যখন মরে গেলাম, মাটিতে মিশে গেলাম। এটি একটি দূরবর্তী প্রত্যাবর্তন। (সূরা কফ, ৫০:৪)

আল্লাহ এটার জবাব দেন—

قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْاَرْضُ مِنْهُمْ ۚ وَعِنْدَنَا كِتٰبٌ حَفِيْظٌ ۝

আমি জানি মাটি কী খেয়েছে তাদের এবং আমার কাছে আছে সংরক্ষিত কিতাব। (সূরা কফ, ৫০:৩)

কুরআন শরীফের সূরা কফ। পঞ্চাশ নম্বর সূরা। এখানে জবাব এটুকু। অন্যখানে আরও জবাব আছে—

اَكَفَرْتَ بِالَّذِىْ خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوّٰىكَ رَجُلًا ۭ

তুমি তাকে অস্বীকার করছ, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে, অতঃপর বীর্য থেকে, অতঃপর তোমাকে পূর্ণ করেছেন মানবাকৃতিতে?(সূরা কাহফ, ১৮:৩৭)

আমাদের খুব সহজেই বুঝে আসে যে, একটা ফোঁটা থেকে আমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে; কিন্তু আরও পেছনে যদি যান, আব্বু-আম্মুর শরীরে রক্ত মাংস তৈরি হচ্ছে কোত্থেকে? মাটি থেকে। সব খাবার তো মাটি থেকে আসে। এজন্য আল্লাহ এখানে বলেছেন যে, তিনি তোমাদের তৈরি করেছেন মাটি থেকে। আর এক জায়গায় আল্লাহ বলছেন—

وَاللّٰهُ اَنْۢبَتَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ نَبَاتًا

And Allah germinated you from the earth like plants (আল্লাহ তোমাদের মাটি থেকে উদ্ভিদের মতো সৃষ্টি করেছেন)। (সূরা নূহ, ৭১:১৭)